STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

মার্চ ২০১৯
নবপর্যায় ৭১
মূল্য ১০ টাকা

হিন্দুস্তান সমাচারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রানা দাশগুপ্ত

সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করছে

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, সাম্প্রদায়িক শক্তি সরকারের ভেতরে ও বাইরে অবস্থান করে দেশে আবারো সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করছে। ভারতের প্রাচীনতম সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্তান সমাচারকে গত ৮ মার্চ দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা বলেন বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ঐক্য পরিষদের এই নেতা। ভারতের বিভিন্ন ভাষার শতাধিক দৈনিক ও সাময়িকীতে এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে।

একাত্তরে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণীত হয়, যার চার মূল নীতি ছিল গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাতিল করে দেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ইসলামি খোলসে মুড়ে দেন। সংবিধানের সূচনা করেন বিসমিল্লাহ দিয়ে। এর পর ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান এক সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর সেনাপ্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করে সংবিধান ইসলামিকরণে আরও একধাপ এগিয়ে যান, ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেন। এর মাধ্যমে অমুসলমান নাগরিকরা কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হন। এরই প্রেক্ষাপটে অনন্যোপায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ও আদিবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

ঐক্য পরিষদের তিন সভাপতি হলেন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) চিত্তরঞ্জন দত্ত বীরউত্তম, খ্রিস্টান নেতা হিউবার্ট গোমেজ ও আদিবাসী নেতা ঊষাতন তালুকদার। সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, যিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কৌঁশুলি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে বিরাজিত পরিস্থিতি, রাজনীতি ও সংখ্যালঘুদের অবস্থা নিয়ে হিন্দুস্তান সমাচারের বাংলাদেশ প্রতিনিধি বাসুদেব ধর মুখোমুখি হন রানা দাশগুপ্তের সাথে।

হি.স.ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি কি রকম ?

রানা দাশগুপ্ত ঃ গত ৩০ ডিসেম্বর' অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আগের তুলনায় বেশ খানিকটা সহনশীল। এ সহনশীল অবস্থার মধ্যেও ঢাকার মীরপুরে কেন্দ্রীয় মন্দিরের কালীবিগ্রহ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে ভাংচুর করা হয়েছে। ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহার পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের চরবানিরী গ্রামের পৈতৃক বাড়ি রাতের অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে গত ২ মার্চ। এমনতরো সংবাদ দেশের নানান প্রান্ত থেকে আবারো আসতে শুরু করেছে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা সরকারের ভেতরে ও বাইরে অবস্থান করে গত কয়েক মাস ঘাপটি মেরে থেকে আবারো সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করছে।

হি.স ঃ একাদশ জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ঐক্য পরিষদ কি সন্তুষ্ট। রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন কি যথাযথ ছিল ?

রানা দাশগুপ্ত ঃ দেশের বর্তমান জনসংখ্যার মোট এক অষ্টমাংশ হচ্ছে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ২০১১ সালের বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনগণনার পরিসংখ্যানে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা সর্বমোট জনসংখ্যার ৯.২%। বছরখানেক আগে ব্যুরো এক রিপোর্টে জানিয়েছে, শেখ হাসিনার আমলে হিন্দু জনসংখ্যা পৃষ্ঠা ৫

বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী পালন

ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা বৃদ্ধি ও সবার ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় জাতির জনকের স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা বৃদ্ধি এবং ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়।

গত ১৯ মার্চ পুরানো পল্টনে ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক ড. প্রিয়ব্রত পাল। পৃষ্ঠা ৩

আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সংসদীয় ককাস পুনর্গঠিত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস সম্প্রসারিত হয়ে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস হিসেবে পুনর্গঠিত হয়েছে। গত ১২ মার্চ বিকেলে জাতীয় সংসদের পার্লামেন্ট মেম্বারস ক্লাবে সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি, প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি, উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি, এ কে এম ফজলুল হক এমপি, মুস্তফা লুৎফল্লাহ এমপি, অসীম কুমার উকিল এমপি, অ্যারোমা দত্ত এমপি, এ্যাড.গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি, টেকনোক্র্যাট সদস্য প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল, সঞ্জীব দ্রং, জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, কমিউনিটি প্রতিনিধি সদস্য কাজল দেবনাথ ও ভদন্ত সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু, মানবাধিকার সংগঠক রানা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

পুনর্গঠিত সংসদীয় ককাসের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আদিবাসী এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। শতকরা হিসেবে যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২.৫%।

আদিবাসী প্রসঙ্গে এতে উল্লেখ করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক প্রণীত ইনডিজেনাস এবং ট্রাইবল পিপলস কনভেনশন ১৯৫৭ (নম্বর ১০৭) বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭২ সালে অনুমোদন করে। কিন্তু ওই বছরেই প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয় বিবেচিত হয়নি। আদিবাসীদের প্রতি পৃষ্ঠা ২

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত সম্প্রদায় বৈষম্য ও মানবিক নির্যাতনের শিকার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের গবেষণা প্রতিবেদন

অধিকার ও সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পেতে গেলে এখনো তাঁরা অস্পৃশ্যতার শিকার হন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

গত ১০ মার্চ ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে টিআইবি 'বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী: অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দেশের সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এ গবেষণা করা হয়। সারা দেশের ২৮টি জেলায় ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং স্থানীয় সেবা এ গবেষণায় প্রাধান্য পেয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদন পাঠ করেন টিআইবির গবেষণা ও নীতিনির্ধারণ বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবু সাঈদ মোহাম্মদ জুয়েল মিয়া।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, মানুষের পরিচয়ভিত্তিক শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই দেশে এটি হওয়ার কথা নয়। আমরা বলছি না যে কোনো উন্নতি হয়নি। কিছু ইতিবাচক দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সংবিধানে যে অঙ্গীকারগুলো আছে, সে তুলনায় আমরা পিছিয়ে আছি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১১ সালের তথ্য দিয়ে টিআইবি জানায়, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ১৪০ জন। তবে বেসরকারি হিসাবে এ সংখ্যা ৩০ লাখের বেশি। সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দলিতদের সংখ্যা ১৪ লাখ ৯০ হাজার ৭৬৬ জন। তবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাদের সংখ্যা ৪৫-৫৫ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণায় আইন ও নীতিমালার সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, সংবিধানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের পৃথক জাতিসত্তা ও দলিতদের পরিচয়ের স্বীকৃতি নেই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ দলিত সম্প্রদায়ের শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই। এ ছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিও নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে সব ধরনের কোটা তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ৫ শতাংশ কোটা ছিল। গবেষণায় বলা হয়, কোটা সংস্কারের দাবি অগ্রাহ্য করে এই ৫ শতাংশ কোটাও বিলুপ্ত করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার নীতি ২০১১ তে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রথাগত ভূমির মালিকানা নেই। পৃষ্ঠা ২

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত সম্প্রদায় বৈষম্য ও মানবিক নির্যাতনের শিকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গবেষণায় বলা হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত সম্প্রদায়ের সন্তানেরা স্কুলে ভর্তিতে বাধা পায়। নিজ ধর্ম শিক্ষা ও মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। অস্পৃশ্যতা চর্চার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানান ধরনের বৈষম্যের শিকার হয় তারা। স্বাস্থ্যসেবা পেতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত সম্প্রদায়ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য থাকে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া চিকিৎসক ও নার্সরা এ জনগোষ্ঠীর কোনো রোগীকে স্পর্শ করতে চান না। শয্যা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ না দেওয়ার ঘটনাও ঘটে।

গর্ভকালীন সেবা ও শিশুরা টিকা সেবা থেকেও বঞ্চিত হয় বলে উল্লেখ রয়েছে এ গবেষণায়।

নানা অধিকার থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিতরা বঞ্চিত হচ্ছে বলে জানায় এ গবেষণা। ভোটাধিকার প্রয়োগে ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে বাধা পায়। গবেষণায় কয়েকজন দলিত ব্যক্তির সরাসরি বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে তাঁরা জানান, প্রায় ২০ বছর ধরে তাঁরা কোনো নির্বাচনে ভোট দিতে যান না। নির্বাচন এলে বিভিন্ন পক্ষ তাঁদের শাসিয়ে যায়।

এ ছাড়া বিভিন্ন ভাতা, ভূমি অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, স্থানীয় সরকারেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিতরা বৈষম্যের শিকার হয় বলে গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। চাকরি পেতে এই প্রান্তিক গোষ্ঠীদেরও ২০ হাজার থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে থাকে।

গবেষণায় বলা হয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তা ও সরকারিভাবে নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিতে আদিবাসী ও দলিতদের জাতিসত্তা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়, ঐতিহাসিক বঞ্চনার বিষয় ও অধিকার যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং স্বীকৃত নয়।

টিআইবি এ বৈষম্য রোধে ১৩টি সুপারিশ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের পৃথক পৃথক জাতিসত্তা ও দলিতদের সাংবিধানিক পরিচয়ের স্বীকৃতি, সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কোটা পুনর্বহাল, বিদ্যমান আইন ও নীতিকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করা, মাতৃভাষায় পাঠদান ও তার জন্য শিক্ষক নিয়োগ, সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদানে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো।

গবেষণাটি নিয়ে সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগঠন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, গবেষণায় যে চিত্র উঠে এসেছে, সেটি বাস্তব। শিক্ষা, চিকিৎসা, ভূমি অধিকার সব ক্ষেত্রেই নৃগোষ্ঠী ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভূমি কার্যালয়ে তো আমাদের মানুষ গেলে কেউ পাত্তাই দেয় না।

আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সংসদীয় ককাস পুনর্গঠিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রের এই উপেক্ষা চলতেই থাকা এবং এর ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র রাজনৈতিক একটি সমস্যাকে সামরিকভাবে সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। এছাড়া রাষ্ট্র উদ্যোগ নিয়ে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৪ লক্ষ বাঙালি আদিবাসী বা সেটলারকে সমতল থেকে পার্বত্য চট্টগামে নিয়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করায়। অবশ্য ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগাম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে শান্তির পথ তৈরী হয়। কিন্তু এই চুক্তির অনেকগুলো ধাপের বাস্তবায়ন এখনো বাকী রয়ে গেছে।

সংখ্যালঘু প্রসংগে এতে বলা হয়েছে, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'সংখ্যালঘু' শব্দটি না থাকলেও পরবর্তীতে এতে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলামকে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংযোজিত করার মাধ্যমে ইসলাম ভিন্ন অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়কে 'রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘুতে' পরিণত করা হয়েছে। ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জনগণনার দিক থেকে বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় ধর্মীয়গতভাবে নাগরিকদের মধ্যে সংখ্যালঘু হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে পাকিস্তানি আমলের মত 'রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু'তে পরিণত হবার জন্যে এদের কেউই মুক্তিযুদ্ধ করেনি এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।'

ককাসের ঘোষণাপত্রে এ মর্মে স্বীকার করা হয়েছে, 'বাংলাদেশের আদিবাসী এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সবসময়ই নানান বৈষম্য, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নিঃগৃহণের শিকার হয়ে আসছে। যে কোন স্বাধীন দেশ তার নাগরিকদের সম-অধিকার এবং উন্নতির অংশীদার করার জন্যে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে, সেসব থেকে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রায়ই বঞ্চিত হয়ে আসছেন। আদিবাসী এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের যে মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মূলধারার শাসকবর্গ তা খুব কমই অনুধাবন করেন। চিন্তার ক্ষেত্রে এই বন্ধ্যাত্ব দূর করতে এবং আদিবাসী ও ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জীবনমানকে নিরাপদ ও নিরংকুশ করার জন্যে সম্মানিত সংসদ সদস্যরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁরা এমনই আইন প্রণয়ন করতে পারেন যা আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

ককাসের করণীয় বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে-

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আদিবাসী পরিচয়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ;

সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক সকল বৈষম্যমূলক বিধানাবলী বিলোপ করে ৭২-র সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ;

সকল রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও প্রতিনিত্বিশীল কাঠামোয় আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রচলন;

আদিবাসী ও সংখ্যালঘু নারী ও শিশুদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা এবং নারী পরিচয় বা বর্ণবাদী কারণে তাদের বিরুদ্ধে যে সকল বৈষম্যমূলক আচরণ হয়ে থাকে তা দূরীকরণের জন্যে সাংবিধানিক, আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ;

আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে সাম্য, সমতা ও সমমর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং আদিবাসী জাতিসত্বা ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির যথাযথ পালনে ভূমিকা গ্রহণ;

জাতিসংঘের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র ২০০৭ ও আইএলও কনভেনশন ১৬৯(১৯৮৯) এবং UN Decearation of Civic and Political rights of the Minorities কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্যে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ;

বনভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ, সমতলের আদিবাসীদের জন্যে পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;

আদিবাসীদের জাতিসত্তাভিত্তিক স্বীকৃতি ও সামাজিক মালিকানাকে বৈধতা দানের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ়করণ এবং রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় নাগরিককে অন্তর্ভুক্তিকরণ;

পার্বত্য শান্তি চুক্তি, ১৯৯৭ এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন সুনিশ্চিতকরণ;

সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন ও বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, জাতীয় সংসদে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের জন্যে ৬০টি আসন সংরক্ষণের লক্ষে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ। তাদের সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বার্থবান্ধব আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণের লক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ;

আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাসে চার ধরনের সদস্য থাকার কথা উল্লেখিত আছে। আর তা'হলো- একজন প্রধান উপদেষ্টাসহ একটি উপদেষ্টামন্ডলী, একজন আহ্বায়কসহ আগ্রহী সংসদ সদস্যগণ, একজন সমন্বয়ক ও একজন যুগ্ম সমন্বয়কসহ মোট চারজন টেকনোক্র্যাট সদস্য, একজন আদিবাসী এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একজন করে মোট চারজন কমিউনিটি প্রতিনিধি।

উপদেষ্টামন্ডলীতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সাবেক এমপি ঊষাতন তালুকদার ও এ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত, টেকনোক্র্যাট সদস্যের মধ্যে সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য সঞ্জীব দ্রং, কমিউনিটি প্রতিনিধি সদস্যের মধ্যে সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য কাজল দেবনাথ ও মিঃ নির্মল রোজারিও এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ভদন্ত সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু রয়েছেন।

চকবাজারে অগ্নিকান্ডে হতাহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিষদ ॥

রাজধানীর চকবাজারের চুড়িহাট্টায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৬৭ জন নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ও হতাহতের ঘটনায় এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও এবং মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, এ ঘটনা হৃদয় বিদারক, করুণ এবং মর্মস্পর্শী। এ দুর্ঘটনার সংবাদে গোটা জাতি বেদনাহত, স্তম্ভিত। বিশ্ববাসীর হৃদয়কেও স্পর্শ করেছে এ ঘটনা। নিমতলীর ঘটনার পর এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং অনভিপ্রেত। পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ী ভাইদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে, কানপেতে শুনতে হবে মানুষের আহাজারি, স্বজনহারাদের আকুতি। মনে রাখা প্রয়োজন ব্যবসা এবং সকল কিছুর উর্ধ্বে মানুষের জীবন, মানবতা এবং মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। এ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া খুবই জরুরী। তদন্তে কেউ দায়ী হলে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, যে সমস্ত ভাই ও বোন মৃত্যুবরণ করেছেন এ দুর্ঘটনায় আমরা তাঁদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। যারা আহত হয়েছেন তাঁদের সুস্থতা কামনা করছি এবং আত্মীয় স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন পরিষদ বার্তা

রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমে পাকিস্তানি হানাদারদের হামলায় নিহতদের শহীদের স্বীকৃতি দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

একাত্তরের ২৭ মার্চ রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমে পাকিস্তানি হানাদারদের হামলায় নিহতদের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি, আর্থিক সহায়তা ও পুর্নবাসনের দাবি জানানো হয়েছে।

শ্রী শ্রী রমনা কালী মন্দির ও শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার পুর্নবাসন কমিটির উদ্যোগে জাতীয় গণহত্যা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৭ মার্চ সকাল ১১টায় রমনা কালী মন্দির প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্পাঞ্জল অর্পণ করা হয়। সন্ধ্যায় শহীদ স্মৃতিফলকে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়।

সংগঠনের উপদেষ্টা কাঞ্চন মিস্ত্রির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টির সভাপতি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এম.পি।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সহ সভাপতি শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযুষ বন্দোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী রমনা কালী মন্দির ও শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে গণহত্যা তদন্ত কমিশনের সদস্য সচিব সাংবাদিক বাসুদেব ধর, মহিলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য, রমনা কালী মন্দির শহীদ পরিবারের উপদেষ্টা কনক বিশ্বাস, শ্রী শ্রী রমনা কালী মন্দির ও শ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রমের সভাপতি উৎপল সাহা ও সাধারণ সম্পাদক সজীব বিশ্বাস।

শ্রী শ্রী রমনা কালী মন্দির ও শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম এর শহীদ পরিবার কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপুল রায় লিখিত বক্তব্যে বলেন, এই মন্দিরের অভ্যন্তরে ও মন্দির প্রাঙ্গণে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ যারা শহীদ হয়েছিলেন তারা আজও রাষ্ট্রীয় সহায়তা থেকে বঞ্চিত। অথচ গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্টে এঁদেরকে 'শহীদ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেছিলেন, রমনা কালীমন্দিরে ও আশ্রমে যাঁরা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা 'গণশহীদ'। তিনি আরো বলেছিলেন যে, এই সকল পরিবারদের আর্থিক সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর আবেদন করলে সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। যার ফলশ্রুতিতে মন্ত্রীর আশ্বাসের পর আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি আবেদন করি। যা ২০ মে ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। যদিও এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। ফলে আমাদের মনে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর এই বক্তব্য কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

তাই আজকের এই আলোচনা সভায় আমরা আমাদের কিছু দাবি-দাওয়া পেশ করছি: ১) মহান মুক্তিযুদ্ধে শ্রী শ্রী রমনা কালী মন্দির ও শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমের গণহত্যায় নিহত শহীদদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেটে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ২) মহান মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রী শ্রী রমনা কালীমন্দির ও শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমের গণহত্যায় নিহত শহীদদের পারিবারিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে ৩) মহান মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রী শ্রী রমনা কালীমন্দির ও শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমের গণহত্যায় নিহত শহীদদের পরিবারের পুর্নবাসন করতে হবে।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি রাশেদ খান মেনন সভায় উত্থাপিত দাবিসমূহের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, আমি এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সাথে আলাপ-আলোচনা করবো। আশা করি এ ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছাতে পারবো।

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বলেন, এখানে যে গণহত্যা মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে ঘটেছিল তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। যারা সেদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছিল তারা অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের শহীদ। আমাদের সবারই দায়িত্ব এই স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করা। তারা প্রাণ দিয়েছিল স্বাধীন দেশের জন্য।

ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা বৃদ্ধি ও সবার ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ

প্রথম পাতার পর

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ, স্বপন কুমার সাহা, বাসুদেব ধর, মিলন কান্তি দত্ত, জয়ন্তী রায় ও এ্যাড. প্রিয়রঞ্জন দত্ত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব ও এ্যাড. তাপস কুমার পাল, অধ্যাপক অরুণ কুমার গোস্বামী, এ্যাড. অপূর্ব ভট্টাচার্য প্রমুখ। বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিতা পাঠ করেন অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক পদ্মাবতী দেবী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রাণতোষ আচার্য শিবু।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. প্রিয়ব্রত পাল বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি এবং পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড সবিস্তারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাতির জনকের জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। স্বাধীনতার ঘোষণা এসেছে যথাসময়ে, মানুষকে স্বাধীনতার জন্য, অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। অধ্যাপক পাল বলেন, প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতি যখন প্রস্তুত হচ্ছে, তখনই তিনি ৭ মার্চ তদানিন্তন রেসকোর্স ময়দানে সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যেখানে তিনি কার্যত স্বাধীনতার কথাই বলেন। ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনি ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, স্বাধীনতার শত্রুরা সেই বাংলাদেশ যাতে এগিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য জাতির জনককে হত্যা করা হয়।

এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ষাটের দশকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও নেতৃত্ব স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সাহস আজকের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারতেন তাহলে দেশে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা অনেকদূর এগিয়ে যেতো। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসন-শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধর্মনির্বিশেষে এদেশের সব মানুষকে এক করতে পেরেছিলেন, ফলে পাকিস্তানকে রুখে দেওয়া সহজ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান পরাস্ত হয়েছিল। এ্যাড. দাশগুপ্ত বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির পথ ধরে আজকের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি এগুতে পারেন তাহলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, বিভেদ-বৈষম্য থাকবে না। তিনি বলেন, সংবিধানকে বাহাত্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কথা বলবো, আর সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা পাশাপাশি থাকবে, তা হয় না।

সাংবাদিক স্বপন কুমার সাহা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা সব সংকটের সমাধান পাবো। তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে বাঙালি জাতি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছে। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরো বলেন, আজ আমাদের রাজনীতিতে ধস নেমেছে, গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। রাজনীতিকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে বিরোধী দলকে এগিয়ে আসতে হবে।

গণহত্যা দিবসে শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন রাশেদ খান মেনন এমপি

বিচিন্তা

সংখ্যালঘু সমস্যা : পাকিস্তানি ভূত ঘাড় থেকে নামবে কি!

শেখর দত্ত

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়কমন্ত্রী আনিসুল হক ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক আয়োজিত 'আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনারে বলেছেন, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন এখন 'কেবল সময়ের ব্যাপার'। তিনি আরো বলেছেন, আগামী এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের অধিবেশনে 'বৈষম্যবিরোধী আইন উপস্থাপনের লক্ষ্যে' আইন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। আদালতে বিচারাধীন সংখ্যালঘুদের মামলাগুলো যাতে 'দ্রুত নিষ্পত্তি হয় সে জন্য প্রসিকিউশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ' নিতে বলবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের ভেতর দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে আলোর রেখা যেন আরো স্পষ্ট হলো।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বিগত নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার পরই এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এবার যদি আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়, তবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরাজমান সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভবপর হবে। কেননা প্রথমত নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যান্য অধিকার সুরক্ষার সঙ্গে আইন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু বিশেষ সুরা আইন প্রণয়ন করা হবে। সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সব প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই এখন নির্বাচনের পর আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের উল্লিখিত বক্তব্য থেকে সরকারিভাবে বাস্তবতার স্বীকৃতি ও সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। স্বীকৃতিটা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল ধারাবাহিকভাবে ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও সংখ্যালঘুদের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না। আর এতদসংক্রান্ত সমাধানটা হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের মামলাগুলো যাতে 'দ্রুত নিষ্পত্তি হয় সে জন্য প্রসিকিউশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ' নিতে বলা হবে। ধরেই নেয়া যায়, কমিশন গঠন ও আইন প্রণয়ন ইত্যাদি করতে কিছু সময় লাগবে। কিন্তু প্রসিকিউশনকে মামলা দ্রুত নিষ্পন্ন করতে নির্দেশ দিতে সময় লাগার কথা নয়। নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই নির্দেশ প্রদান জরুরি। প্রসঙ্গত, মন্ত্রী বলেছেন, পঁচাত্তরের পর সুদীর্ঘ ২১ বছর তারা বিচার পাওয়ার জন্য বিচার বিভাগের কাছেও যেতে পারেনি। এদিকে বাস্তবতা হচ্ছে, এখন যেতে পারলেও মামলা দিনের পর দিন ঝুলে থাকছে।

একটা প্রবাদ রয়েছে, জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হওয়ার পর 'সকল ধর্মের সমান অধিকার এবং দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-জাতিগোষ্ঠী, উপজাতি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়ার ফলে বৈষম্যমূলক আচরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান এবং তাদের জীবন, সম্পদ, উপাসনালয়, জীবনধারা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার' কথা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই কখন কীভাবে তিনি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন, কতটুকু তা কার্যকর হয় এবং কমিশন গঠন, সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও বৈষম্যমূলক আইন কতটা দ্রুত গৃহীত হয়; তা দেখার জন্য দেশবাসী বিশেষত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ আগামি দিনগুলোতে অপেক্ষা করে থাকবে।

বলাই বাহুল্য, নানা ধরনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা বর্তমান দিনগুলোতে থাকলেও পাঁচ বছর আগের মতো বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে যুদ্ধংদেহী তাণ্ডবের অবস্থা দেশে এখন নেই। পত্রপত্রিকা পাঠ ও তৃণমূল থেকে প্রাপ্ত খবরে অনুমান করা যাচ্ছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন আক্রমণ প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত ঘটনাও এখন অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এবারের নির্বাচনের আগে পরে দেশের ইতিহাসে প্রথম প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ইস্যু হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা হলো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবি যেমন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়েছে, তেমনি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঁচ বছর আগে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুরা যেন দেশত্যাগে বাধ্য না হয়, সে জন্য 'জাতীয় কমিশন' গঠন এবং 'বিশেষ আইন প্রণয়নের' দাবি তুলে ধরা হয়েছিল। এবারে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা পরিবর্তিত হয়ে 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং বৈষম্যমূলক আইন বাতিল করার দাবি উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, গত নির্বাচনের আগেও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি ছিল, এবারো তেমনি রয়েছে। এদিকে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বিষয়ে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিগত ২০১৪ সালের ইশতেহারে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরা আইন প্রণয়ন, বৈষম্যমূলক আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করার কথা ছিল না। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যে সব দাবি নির্বাচনের আগে তুলে ধরেছিল, তার মধ্যে একমাত্র মন্ত্রণায়লয় গঠনের দাবি ছাড়া সব দাবিই আওয়ামী লীগের ইশতেহারে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঁচ বছর আগে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুরা যেন দেশত্যাগে বাধ্য না হয়, সে জন্য 'জাতীয় কমিশন' গঠন এবং 'বিশেষ আইন প্রণয়নের' দাবি তুলে ধরা হয়েছিল। এবারে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা পরিবর্তিত হয়ে 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং বৈষম্যমূলক আইন বাতিল করার দাবি উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, গত নির্বাচনের আগেও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি ছিল, এবারো তেমনি রয়েছে। এদিকে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বিষয়ে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিগত ২০১৪ সালের ইশতেহারে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, বৈষম্যমূলক আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করার কথা ছিল না। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যে সব দাবি নির্বাচনের আগে তুলে ধরেছিল, তার মধ্যে একমাত্র মন্ত্রণায়লয় গঠনের দাবি ছাড়া সব দাবিই আওয়ামী লীগের ইশতেহারে তুলে ধরা হয়েছে।

এবারে বাস্তব পরিস্থিতি তথা নির্যাতন ও আক্রমণ নিয়ে হতাশা ও অনাস্থা সৃষ্টি হওয়ার এখন পর্যন্ত কারণ নেই। আর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক উল্লিখিত সংখ্যালঘু কমিশন ও বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করার প্রক্রিয়া শুরুর কথা বলায় হতাশা ও আস্থাহীনতা সৃষ্টির কোনো অবস্থা থাকছে না। এখন প্রয়োজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের আস্থা ও বিশ্বাস রেখে যথাযথ ভূমিকা রাখা। ইশতেহারে এ বিষয়ে যা ওয়াদা করা হয়েছে, তা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য যথাযোগ্য ভূমিকা রাখা। সংখ্যালঘু কমিশন গঠন আমাদের দেশে একেবারেই নতুন ধারণা। কমিশনের গঠনবিন্যাস ও ক্ষমতা, সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা, আইন প্রণয়ন, আইনের আওতা, কাজের পরিধি, বাস্তবায়নের পন্থা প্রভৃতি যথাযথভাবে ঠিক করে এবং কার্যকর রেখে যদি অগ্রসর হওয়া যায়, তবেই কেবল এ ক্ষেত্রে দায়মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে রয়েছে ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে এটি গঠিত হয়। সেখানে রয়েছে ২৭ বছরের অভিজ্ঞতা। সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সরকার যদি সংখ্যালঘু ও সুশীল সমাজের নেতাদের সহযোগিতা নিয়ে দ্রুত কমিশন গঠন ও তাকে কার্যকর করতে পারে, তবে অন্ধকারে আলোর রেখা ফুটতে পারে। ইতোমধ্যে উল্লিখিত ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভায় আইনমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক একটি মতামত তুলে ধরেছেন। এটা হাতে এলেও তা এখনো পড়তে পারিনি। নিঃসন্দেহে নাগরিক সমাজের এটা ভালো উদ্যোগ।

প্রসঙ্গত, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের সাড়ে তিন বছরের মাথায় সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতার মৃত্যুর পর কার্যত পাকিস্তানি ধারায় দেশ ফিরে গেলে এমন একটা মিথ দাঁড়িয়েছিল যে, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের নাগরিকদের সমমর্যাদা ও অধিকার সুনিশ্চিত হবে। অভিজ্ঞতা থেকে বলার অপেক্ষা রাখে না, ১৯৯৬-২০০১ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের শাসনামলে এ ক্ষেত্রেও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের পর সবটাই বিপরীতমুখী ও ভয়াবহ হয়ে যায়। ২০০৯ সালে আবারো আওয়ামী লীগ সরকার ফিরে আসার পর সংখ্যালঘুরা ভাবতে থাকে ঐতিহ্য অনুযায়ী দলটি সমমর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষিত করবে। কিন্তু ২০১৪ সালে রানা দাশগুপ্তের লেখা থেকেই বুঝা যাবে, তখন সংখ্যালঘুদের অবস্থা এবং তাদের মনোভাব কেমন ছিল। এবারে এই অবস্থা পরিবর্তনের সুযোগ সমুপস্থিত। এই সুযোগকেই আজ সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজে লাগানো ভিন্ন বিকল্প নেই।

আদৌ কি এমনটা ভাবা যায়, হাইকোর্টের নির্দেশনায় গঠিত সাহাবুদ্দিন কমিশন যে হাজার পাঁচেক মামলার তদন্ত করেছিল, সেই তদন্ত রিপোর্ট ২০১২ সালে পেশ করা হলেও এখন পর্যন্ত কমিশনের সেই তেমনভাবে বিচারের আওতায় আনা হয়নি। আরো দুর্ভাগ্যজনক ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, পাকিস্তানি আমলের শত্রু সম্পত্তি আইন ভিন্ন নাম নিয়ে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে এখনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তথা জাতির ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে আছে। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের আওয়ামী লীগের ইশতেহারে অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে যথাযথ অঙ্গীকার ছিল। ২০১৪ সালের ইশতেহারে এ বিষয়ে কিছুই ছিল না। কেননা ভাবা হয়েছিল পাকিস্তানি ওই ভূত ঘাড় থেকে নামানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভূত যে এখনো ঘাড়ে রয়ে গেছে এর প্রমাণ হচ্ছে, এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে বলতে হয়েছে, 'অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।'

অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানি ভূত-পেত্নী জাতির ঘাড় থেকে নামানো খুব একটা সহজ সরল কাজ নয়। প্রকৃত বিচারে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভূত জাতি হিসেবে আমরা ঘাড় থেকে নামাতে পারব কি পারব না, এটাই আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশবাসী ৪৮তম মহান স্বাধীনতা দিবস পালনের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কামনা করছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় ভারসাম্য বজায় রেখে লাখ লাখ শহীদের রক্তরঞ্জিত জন্মলগ্নের অসাম্প্রায়িক ও ধর্মনিরপেতার আদর্শ ধারণ করে ইপ্সিত লক্ষ্য অনুযায়ী দেশ অগ্রসর হোক।

শেখর দত্ত : রাজনীতিক ও কলাম লেখক।

সাম্প্রদায়িক শক্তি আবার দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করছে

প্রথম পৃষ্টার পর

২% বেড়েছে। সে হিসেবে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় সংসদের মোট ৩৫০টি আসনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব হবার কথা ছিল ৪৩ থেকে ৪৫। সে স্থলে বর্তমান সংসদে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব ২১। এ প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৪ সালে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম আইন পরিষদ নির্বাচনে মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব ছিল ৭২। সে সময়কার পূর্ববঙ্গে আতাউর রহমান খান ও আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভায় ১০ জনের মধ্যে ৪ জন ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ভোটারদের মধ্যেকার এ ধর্মীয় বিভাজনমূলক প্রক্রিয়া থেকে উত্তরণের জন্যে তৎকালীন বিরোধী দল কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের (একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে গুলি হত্যা করে) নেতৃত্বে যুক্ত নির্বাচনের দাবি উত্থাপিত হয় অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বাতাবরণ গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে।

১৯৬৫ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী থাকাকালে পাকিস্তান আইন পরিষদে যুক্ত নির্বাচন বিল পাশ হয়। এই যুক্ত নির্বাচনী প্রথায় পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় অবশেষে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫-র ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর সংবিধান থেকে রাষ্ট্রীয় অন্যতম মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' উৎপাটনের পর পুনরায় পাকিস্তানি ধারা ফিরে এলে সংসদে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নেমে আসে ২-এ। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে গত ৪৭ বছরে বিগত একাদশ জাতীয় নির্বাচনেই সবচেয়ে বেশী ২১ জন সংখ্যালঘু সংসদে এসেছেন। এতে সন্তুষ্ট হবার কারণ রয়েছে। তবে আমরা মনে করি, সংসদে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হলে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের সংসদে ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল সকল সংস্থায় আসন সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে এ দাবিটি উত্থাপিত হয়েছে। তবে দুঃখের সাথে বলতে হয়, নির্বাচনে সরকারি দল আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন আগের তুলনায় ভালো ছিল, তবে একেবারেই যথেষ্ট ছিল না।

হি. স ঃ উপজেলা নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা কি রকম অংশগ্রহণ করছেন ?

রানা দাশগুপ্ত ঃ সংখ্যালঘুদের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রবণতা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো থেকে প্রার্থী মনোনয়ন অনেক কম। ৪৬৫ টি উপজেলার মধ্যে সরকারি দল আওয়ামী লীগ ২০ জনের মতো প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জন করছে। স্বতন্ত্রভাবে সংখ্যালঘুরা নির্বাচনী মাঠে অংশ নিতে ভয় পায় নিরাপত্তাহীনতার আশংকায় আর কালো অর্থনীতির দাপটে- এটিই সত্য।

হি.স ঃ শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন হওয়ার পর কতজন হিন্দু সম্পত্তি ফেরত পেয়েছেন ? অগ্রগতি কতটুকু ?

রানা দাশগুপ্ত ঃ ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণীত হয় আওয়ামী লীগ সরকারের সময়। কিন্তু ঐ বছরের অক্টোবরে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসার পর আইনটি অকার্যকর করে রাখা হয়। ২০০৭ সালে তদারকি সরকার ক্ষমতায় আসে, তাদের দুবছর মেয়াদেও অকার্যকর থাকে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে আমাদের দাবি অনুযায়ী ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট ৬টি সংশোধনী এনে একে বাস্তবানুগ করা হয়। এরই মধ্যে ৭ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও এর অগ্রগতি মোটেও সুখকর নয়। 'ক'তপশীলভুক্ত সম্পত্তি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে মোট ১,১৬,০০০ আবেদনের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৫ হাজারের মতো অর্থাৎ মোট আবেদনের ১২% থেকে ১৫%। আবেদন নিষ্পত্তির এ ধারা অব্যাহত থাকলে তা নিষ্পত্তি হতে ভুক্তভোগীদের আরো তিন দশক অপেক্ষা করতে হবে। সরকার ও প্রশাসনের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক মানসিকতাদোষে দুষ্ট আমলারা এ আইন বাস্তবায়নে ও ভুক্তভোগীদের বরাবরে সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছে। এ চক্রান্ত এখনো অব্যাহত আছে, যদিও সরকারি দলের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ইশতেহারে 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামনে রেখে' সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।'

হি. স ঃ কেউ কেউ বলছেন, ঐক্য পরিষদ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের মতো কাজ করছে, এটা কি ঠিক ?

রানা দাশগুপ্ত ঃ ১৯৭২ সালের গণতান্ত্রিক সংবিধান থেকে সামরিক ফরমানবলে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বিলোপ এবং একই ধারায় ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে সংযোজনের পর মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) চিত্তরঞ্জন দত্ত বীরউত্তম, বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সুধাংশুশেখর হালদার, বৌদ্ধ নেতা

বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবেও আছে; বাংলাদেশে আছে, পাকিস্তানেও আছে। সংবিধানের এ হিপোক্র্যোটিক চরিত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি এবং জনগণের বিশাল অংশের মননে মানসিকতায় কাজ করছে। মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রধর্ম 'ধর্মনিরপেক্ষ' নীতি সম্পর্কিত সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে একেবারেই সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে যতটুকু না চললে নয়। কারণ, বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে দেখাতে হলে এ লেবাস নেয়া ছাড়া বিকল্প আর কি আছে ? বর্তমানে সরকারপ্রধান 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র পক্ষে আন্তরিক থাকলেও সামগ্রিক রাজনৈতিক-সামাজিক দৃশ্যপট তাঁর আন্তরিকতায় এখনো পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে আছে।

শ্রীমৎ বোধিপাল মহাথেরো, খ্রিস্টান নেতা টি রোজারিও প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই, ইসলামিকরণের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির 'প্রায় নিষ্ক্রিয়তা' আমাদের হতাশ করেছিল, স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘুদের সামনে ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফরম গড়ে তোলা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। পরে তিন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জনেরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া জনসংহতি সমিতি ঐক্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সংগঠন 'ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই'-এ শ্লোগানের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। একদিকে সকল প্রকার ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান, অন্যদিকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষা এবং জীবন জীবিকার সকল পর্যায়ে তাদের সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষে নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও এ সংগঠন কাজ করে চলেছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র নীতি ও সংখ্যালঘু স্বার্থের কট্টরবিরোধী। 'ধর্মনিরপেক্ষ' নীতির প্রতি বেশ খানিকটা আন্তরিক বাম রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক মাঠে ক্রমশঃ গুরুত্ব হারাচ্ছে, হারিয়েছে। এমনতরো পরিস্থিতিতে ভংগুর গণতান্ত্রিক পরিবেশে সীমিত হলেও সংখ্যালঘুদের অধিকতর বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষায় অনেক সময় কৌশলগতভাবে রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রনীতিতে আপেক্ষিকভাবে বিশ্বাসীদের উপর অব্যাহত চাপ রাখতে হয় যাতে তারাও অন্তত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে হারিয়ে না যায়। যদিও আমরা জানি, এহেন বিশ্বাসীদের মধ্যেকার বড় অংশে ছলনার আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে। যারা ঐক্য পরিষদের মানবাধিকার আন্দোলনের কৌশলে ভয় পায় বা এ আন্দোলনকে তাদের সংকীর্ণ স্বার্থের বিরোধী মনে করে বা তাদের আমলের সংকীর্ণ রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় মনে করে। তারা-ই এ সংগঠনকে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের লেবাস পরিয়ে মিথ্যা অভিযোগ তুলে প্রকারান্তরে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে ঐক্য পরিষদ যেমনিভাবে কোন রাজনৈতিক দল নয়, তেমনিভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনও নয়। ঐক্য পরিষদ তার স্বাধীন সত্তা ও অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। যা কিছু করছে তার সবটাই সংখ্যালঘুদের স্বার্থে।

হি.স ঃ সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলেও বাংলাদেশ কি ধর্মনিরপেক্ষতার পথে চলছে ?

রানা দাশগুপ্ত ঃ এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে সংবিধানের দিকে তাকাতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবেও আছে; বাংলাদেশ আছে, পাকিস্তানও আছে। সংবিধানের এ হিপোক্র্যোটিক চরিত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি এবং জনগণের বিশাল অংশের মননে মানসিকতায় কাজ করছে। মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রধর্ম 'ধর্মনিরপেক্ষ' নীতি সম্পর্কিত সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে একেবারেই সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে যতটুকু না চললে নয়। কারণ, বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে দেখাতে হলে এ লেবাস নেয়া ছাড়া বিকল্প আর কি আছে ? বর্তমানে সরকারপ্রধান 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র পক্ষে আন্তরিক থাকলেও সামগ্রিক রাজনৈতিক-সামাজিক দৃশ্যপট তাঁর আন্তরিকতায় এখনো পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে আছে। না হলে, সংসদে নিরংকুশ সংখ্যাগনিষ্ঠতা থাকা সত্বেও ৭২-র বঙ্গবন্ধুর সংবিধানে ফিরে যেতে বঙ্গবন্ধুর দলের বাধা কোথায় ?

হি. স ঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পৃথক রাজনৈতিক দলের সম্ভাবনা কতটুকু ? এক সময় উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

রানা দাশগুপ্ত ঃ পাকিস্তানি আমলের সূচনায় অনেকটা সংখ্যালঘুদের দল কংগ্রেস বৃটিশ আমলের ধারাবাহিকতায় অব্যাহত থাকলেও মাত্র এক দশকের মধ্যে তা হারিয়ে যায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ 'আওয়ামী লীগ'এ রূপান্তরিত হলে কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসেবে এতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের কালেই তা ঘটে এবং এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা অধিকতর বেগবান হয়, যাতে স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা পাকিস্তানি আমলের মতো স্বাধীন বাংলাদেশে তেমনভাবে ক্রিয়াশীল নয়। অনেকেই ভেবেছিলেন, ৭১-র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আবির্ভাব বাঙালির আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক আবসান ঘটিয়েছে, বস্তুত: তা সত্যি নয়। বরং দ্বন্দ্ব আরো প্রকট হয়েছে। এমনতরো দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের জন্যে পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন কতটুকু যৌক্তিক তা ভেবে দেখা দরকার। যা-ই হোক, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা হিসেবে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক দল গঠনের নিরবছিন্ন প্রয়াসও ৮০-র দশক থেকে কম হয় নি। প্রয়াত মেজর (অব.) অনুকুল দেব এ চিন্তা থেকে 'হিন্দু লীগ' গঠন করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় তা খুব বেশি দূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয় নি। বছর খানেক আগে একই দিনে বাংলাদেশ মাইনোরিটি জনতা পার্টি ও বাংলাদেশ মাইনোরিটি পার্টি নামে দু'টি সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেলেও আত্মপ্রকাশের পরদিন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ মাইনোরিটি পার্টির আর সন্ধান পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে দেখা যায় নির্বাচনের প্রাক্কালে স্বাধীনতাবিরোধী ফ্যাসীবাদী দল জামায়াতে ইসলামের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে বিএনপি থেকে প্রার্থী মনোনয়নে নিষ্কল চেষ্টা তদবির করেছে বাংলাদেশ মাইনোরিটি জনতা পার্টি। আরেকটি সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট নির্বাচনের প্রাক্কালে একবার দেখা গেলো রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে সাবেক বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার ৩০-দলীয় জোটের সাথে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ নিয়েছে, এর দু'একদিন পর পুস্পস্তবক হাতে নিয়ে এ দল বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের কাছে ধর্ণা দিয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্ট, বাংলাদেশের বিরাজিত বাস্তবতায় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক দল করা হলেও তা স্থায়িত্ব পাচ্ছে না, আবার অন্যদিকে দলগুলোর নেতৃত্বের মধ্যে অস্থিরতা এবং লক্ষ্যের সংকট বিরাজ করছে। ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুরা এ সব দলের ধারে কাছেও ঘেঁষতে চাইছে না। এ সবের অর্থ এই নয় যে, ভবিষ্যতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পৃথক রাজনৈতিক দলের সম্ভাবনা দেখা যাবে না। তবে এর জন্যে রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা নয়, বাস্তবতা ও সংখ্যালঘুদের মনন-মানসিকতাকে বিবেচনায় আনতে হবে।

চট্টেশ্বরী সড়কের নামফলক উপড়ে ফেলার প্রতিবাদ

ইতিহাস সচেতন জনমনে গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী চট্টেশ্বরী সড়কের নামফলক সরিয়ে নেয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং যথাস্থানে স্থাপনের দাবি করেছেন। গত ১১ মার্চ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান।

তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, আজ এক বিশেষ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় নিয়ে চট্টগ্রামের ধর্মীয় গুরুজন, সনাতনী বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। ঢাকায় যেমন ঢাকেশ্বরী, ঠিক তেমনি চট্টগ্রামের চট্টেশ্বরী মন্দির সুপ্রাচীন ও ইতিহাসখ্যাত। চট্টগ্রাম ছাড়াও দেশ-বিদেশের সনাতনী সম্প্রদায়ের কাছে এক অতি পবিত্র ধর্মীয় স্থান। তা'ছাড়া বিদেশি পর্যটকদের কাছেও তা দর্শনীয় স্থান। চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে চট্টেশ্বরী মন্দির তার অতীত গৌরব নিয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে।

রানা দাশগুপ্ত বলেন, ব্রিটিশ আমল থেকে কাজীর দেউরী মোড়-বেটারী গলি-মেহেদীবাগ মোড়-জেমস ফিনলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হোস্টেল হয়ে চকবাজার মোড় পর্যন্ত সড়কটি চট্টেশ্বরী সড়ক নামে খ্যাত। এ সড়কের নামাকরণযুক্ত ফলক ছিল মোট ৬টি। আর তা ছিল কাজীর দেউড়ী মোড়ে, আলমাস সিনেমা হলের মোড়ে, মেহেদীবাগ মোড়ে, জেমস ফিনলে, মেডিকেল হোস্টেলের সামনে ও চকবাজার মোড়ে। রাতের অন্ধকারে নামফলকগুলো কে বা কারা ইতোমধ্যে উৎপাটন করে ফেলেছে, যা ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে সনাতনী সম্প্রদায় এবং ইতিহাস সচেতন জনমনে গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এ ক্ষোভ ও উদ্বেগের কথা জানিয়ে মাসের প্রথমদিকে সংবাদপত্রে এক বিবৃতিও প্রদান করেছিলাম। উদ্দেশ্যে ছিল, জনগণের প থেকে এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের মেয়র আ.জ.ম নাসিরউদ্দিনের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। গত ৩ মার্চ বিকেল ৩টার দিকে তিনি ফোনে আমার সাথে ঢাকায় যোগাযোগ করেন। বিস্তারিত আলোচনাও হয়। জনগণের ক্ষোভ ও দুঃখের কথাও তাঁকে প্রকাশ করেছি। সবই তিনি শুনেছেন। আলাপের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, আমাকে ৭ থেকে ১০ দিনের সময় দেন। আমি চট্টেশ্বরী সড়কের নামফলকগুলো যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করবো।

ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বলেন, এই আন্তরিকতাপূর্ণ সৌজন্যমূলক আলোচনার জন্য আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমি মাননীয় মেয়র মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একই মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে চট্টেশ্বরী সড়কের নামের পরিবর্তনে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এজন্যে মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জানাই। এ ঘোষণা উদ্বেগাকুল জনগণকে অনেক বেশি আশ্বস্ত করতে পারতো যদি এ বিজ্ঞপ্তিতে উপড়ে ফেলা চট্টেশ্বরী নামফলকগুলো প্রতিস্থাপনের ঘোষণা থাকতো। আশা করি, মাননীয় মেয়র মহোদয় যে কথা দিয়েছিলেন তা তাঁর সময়সীমার মধ্যে রক্ষা করবেন এবং এর মধ্য দিয়ে সচেতন জনগণের অকুণ্ঠ প্রশংসাভাজন হবেন। আমরা তার প্রশংসনীয় কাজের জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আশা করি, আগামি ১৩ তারিখের মধ্যে তিনি তাঁর কথা রাখবেন। আর তা যদি কার্যকর না হয় তবে আগামি ১৪ মার্চ থেকে চট্টেশ্বরী সড়কের নামফলক উৎপাটন ও সড়কের নাম পরিবর্তনের চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং অনতিবিলম্বে নামফলক যথাস্থানে প্রতিস্থাপনের দাবিতে পক্ষকালব্যাপী সারা দেশজুড়ে গণস্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচি পরিচালনা ছাড়া বিকল্প কোন পথ আমাদের সামনে খোলা থাকবে না। আমরা চাই না, গণস্বাক্ষর অভিযানের দিকে আমাদের ঠেলা দেয়া হোক। মাননীয় শিক্ষা উপ-মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এমপি ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আবদুস সালাম চট্টেশ্বরী সড়কের নাম পরিবর্তনের যে কোন চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাদের সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। এজন্যে তাঁদেরও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, তাঁরা একইভাবে চট্টেশ্বরী সড়কের নামফলক উৎপাটনের প্রতিবাদে সোচ্চার হবেন এবং নামফলক যথাস্থানে প্রতিস্থাপনের ন্যায়সংগত দাবিকে শুধু জোরালোভাবে সমর্থন নয় তা বাস্তবায়নে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সাথে তাঁরাও যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন। সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার নিরীহ জনগণ যাতে শান্তি ও স্বস্তি পায়, উদ্বেগ থেকে মুক্তি পায়, সে ব্যাপারে বিজ্ঞ সাংসদ, প্রতিমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলকেও বিশেষ নজর রাখার আহ্বান জানাই।

ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সভায় যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদিত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির এক সভা ১৬ মার্চ বিকেলে সংগঠনের সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য কাজল দেবনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বাংলাদেশ যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বল কর্তৃক প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় কমিটি সামান্য রদবদল করে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সভায় সংগঠনের ঢাকা মহানগর (উত্তর) কমিটির সভাপতি রূপচাদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিয়য়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের উপর সার্বিক আলোচনাক্রমে আগামি ২ এপ্রিল তারিখে তাকে সাধারণ সম্পাদকের কাছে হাজির হয়ে এ ব্যাপারে তার আর কোন বক্তব্য আছে কিনা তা লিখিতভাবে জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় আগামি ৬ এপ্রিল সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংখ্যালঘু সাংসদদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হয় এবং এ সংক্রান্ত প্রস্তুতি যথাযথভাবে এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, সাধারণ সম্পাদক দেশে অনুপস্থিত থাকাকালে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ দায়িত্ব পালন করবেন।

মফস্বলে আলোর বাতিঘর

উত্তম কুমার পাল হিমেল,নবীগঞ্জ(হবিগঞ্জ)থেকে:

বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে তথা মফস্বল অঞ্চলে যে সকল ছোট ছোট গ্রন্থাগার প্রান্তিক মানুষের পাঠ চাহিদা পূরণ সহ সমাজকে আলোকিত করতে আলোর বাতিঘর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের অন্যতম 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার'। গ্রন্থাগারটি এলাকার বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, খ্যাতিমান শিক্ষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত রবীন্দ্র চন্দ্র দাসের ব্যক্তিগত একটি সংগ্রহশালা হলেও বর্তমানে তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি গ্রন্থাগার।

'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার' হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে মুক্তাহার গ্রামে অবস্থিত। গ্রন্থাগারটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২০১৫ সালের ২২ ডিসেম্বর। এর পাঠ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক, মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব:) সুরঞ্জন দাস। গ্রন্থাগারটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতার বাড়ির বাংলো ঘরে। অস্থায়ী ভবনে পরিচালিত হলেও প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নবীগঞ্জ উপজেলায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একমাত্র নিবন্ধনকৃত গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে মোট বইয়ের পরিমাণ ৫ শত ৫০ টি এবং এর সদস্য সংখ্যা ১শত ১১ জন। পাঠকদের অধিকাংশই হাইস্কুল ও কলেজের ছাত্র। তাই বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে সদস্যদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে না কোনও চাঁদা। শুধু নিয়মিতভাবে বই পড়া ও প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখলেই দেয়া হয় সদস্য পদ। বই পড়া কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে ছাত্রদের নিয়ে একটি 'পাঠক ফোরাম' এবং ছাত্র ও স্থানীয় যুবকদের নিয়ে গঠন করা হয় 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ফোরাম' নামক দুইটি সহযোগী সংগঠন।

'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার' থেকে বছরে একটি সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আগামিতে সেরা পাঠক সম্মাননা, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা এবং গ্রন্থাগারের মুখপাত্র হিসেবে বার্ষিক সংকলন 'মুক্তা', প্রকাশনার পরিকল্পনা রয়েছে পরিচালনা পরিষদের। গ্রন্থাগারটি পরিচালনাসহ যাবতীয় কার্যক্রম করতে সমূহ ব্যয় ভার বহন করেন গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রন্থাগার বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করেন সাবেক সংসদ সদস্য এম.এ মুনীম চৌধুরী বাবু, সংরতি মহিলা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এ্যাড. আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরীসহ বিশিষ্টজনেরা। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিগত ১৯ নভেম্বর ২০১৮ ইংরেজি তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিষ্ঠানটিকে নিবন্ধন প্রদান করে। গ্রন্থাগারটি বিকাল ৪ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত খোলা থাকে এবং এতে খন্ডকালীন একজন গ্রন্থাগারিক দায়িত্ব পালন করছেন। আলাদাভাবে একটি ভবন নির্মাণ করে গ্রন্থাগারটিকে পরিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা মুক্তাহার-নবীগঞ্জ সড়কে জমিও রেখেছেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে গ্রন্থাগারটি আগামি দিনে আলাদা ভবনে কার্যক্রম চালুসহ সার্বিকভাবে আরও এগিয়ে যেতে পারবে।

কুষ্টিয়ায় কালী ও লক্ষ্মী প্রতিমা ভাঙচুর

॥ কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ॥

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার থানাপাড়া সার্বজনীন পূজামন্দিরে কালী ও লক্ষ্মী প্রতিমা ভাঙচুর এবং প্রতিমার স্বর্ণালংকার লুট হয়েছে। গত ১৩ মার্চ রাতের কোনো একসময় এই ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। ১৪ মার্চ সকালে থানাপাড়া সার্বজনীন পূজামন্দিরের সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা বিশু বলেন, সকালে এসে দেখতে পাই কে বা কারা মন্দিরের কালী ও লক্ষ্মী প্রতিমা ভাঙচুর করেছে এবং প্রতিমার সোনার অলংকারও লুট করেছে। মন্দিরের মাত্র ২০ গজ দূরে পুলিশ কাব থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। অতি দ্রুত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি। কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিন বলেন, পুলিশ এরই মধ্যে অভিযান শুরু করেছে।

মহান বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্যসেনের আবক্ষ মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন পরিষদ বার্তা

সূর্যসেনের আত্মত্যাগ যুগ যুগ ধরে বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

১২৬তম জন্মদিনে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামী মাস্টারদা সূর্যসেনকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করছেন মানুষ। ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ রাউজানের নোয়াপাড়া গ্রামে জন্ম নেয়া এই মহান বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বিভিন্ন সংগঠন।

গত ২২ মার্চ সকাল ১০টায় রাউজান উপজেলা সদরের সূর্যসেন চত্বরে মাস্টারদা সূর্যসেন স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এসময় পাঠাগার সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত সহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মাস্টারদা সূর্যসেন স্মৃতি রক্ষা পরিষদ, সূর্যসেন স্মৃতি সংসদ, রাউজান উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ, রাউজান ছাত্রকল্যাণ সংসদ, পৃথক পৃথকভাবে বাঙালির সংগ্রামী চেতনার বাতিঘর মাস্টারদা'র প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি কামাল উদ্দীন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বশির উদ্দীন খান, প্যানেল মেয়র জমির উদ্দিন পারভেজ প্রমুখ।

পরে সূর্যসেন পাঠাগারের সামনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তারা বলেন, পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করার সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী, দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাস্টারদা সূর্যসেন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও কলকাতার বহরমপুরে কৃষ্ণ নাথ কলেজ থেকে বি.এ পাশ করার পর বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বাড়ে। স্নাতক পাশ করে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে উমাতারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন সূর্যসেন। নিজের বিপ্লবী দলের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশ ও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছেন।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখলের মতো ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এর কিছুদিনের মধ্যে চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে সূর্যসেনের বিপ্লবী দলের সম্মুখযুদ্ধে সাময়িক হলেও ব্রিটিশদেরই পরাজয় হয়। সূর্যসেন ব্রিটিশদের কাছে ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক। ব্রিটিশরা তাঁকে গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। ১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সূর্যসেন ইংরেজ সেনাদের হাতে গ্রেফতার হয়ে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম কারাগারে এই বিপ্লবীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। দেশের জন্য মাস্টারদা সূর্যসেনের এই আত্মত্যাগ যুগ যুগ ধরে বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

১৯৯৬ সালে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী প্রথম মাস্টারদা সূর্যসেনের স্মৃতি রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেন। উদ্ধার করেন বেহাত হয়ে যাওয়া নোয়াপাড়ার বসতভিটে। বর্তমানে রাউজানে গড়ে উঠেছে মাস্টারদা স্মৃতি কমপ্লেক্স, সরকারি স্কুল। স্থাপন করা হয়েছে আবক্ষ মূর্তি, স্মৃতি পাঠাগার ও স্মৃতি তোরণ। এছাড়া একটি সড়কের নামকরণও করা হয়েছে তাঁর নামে।

যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্য পরিষদের স্বাধীনতা দিবস পালন

শেষের পাতার পর

স্মৃতিচারণ করেন। তবে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে নবেন্দু দত্তের স্বাগতিক বক্তব্যে উত্থাপিত প্রশ্ন: ধর্মনিরপেক্ষ, স্বাধীন বাংলাদেশ দেশ গড়ার যে অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল সেই বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছে কি না। বিভিন্ন বক্তা ১৯৭২ সালের দুর্গা পূজায় সাম্প্রদায়িক আক্রমণ থেকে শুরু করে দেশে অতি সম্প্রতি মানবাধিকার কর্মী প্রিয়া সাহার বাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনাসহ সকল হৃদয় বিদারক ঘটনাসমূহের উল্লেখ করে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের মত একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, হেফাজতিদের অনুজ্ঞায় রাষ্ট্রধর্ম-ইসলাম বিল পাশ করে, পাঠ্য বই সাম্প্রদায়িকীকরণ করে এবং দেশে আর্থিক মদদে ধর্মের নামে সন্ত্রাস প্রচারের দ্বার খুলে দিয়ে সেই প্রক্রিয়াটি প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে... 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।'

কোন কোন বক্তা পশ্চিম বাংলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও সংখ্যালঘু ক্ষমতায়নের সঙ্গে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু জনসংখ্যা হ্রাসের তুলনা করে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭১ সালে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ২০% থেকে আজ ১০%-এ নেমে আসার কারণ তিনটি: সরকারিভাবে তথাকথিত শত্রু সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের জমিজমা কেড়ে নেওয়া, চাকরি ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং সংখ্যালঘুদের হত্যা ও ধর্ষণের মত মানবতা বিরোধী অপরাধে অপরাধী আসামীদের কোন বিচার না করা। তারা দু:খ করে বলেন যে, যে বিলের মাধ্যমে ইসলামি ফাউন্ডেশন হয়েছিল সেই একই বিলে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের জন্য আলাদা ফাউন্ডেশন হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হল না, শত্রু সম্পত্তি আইন ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসেই বাতিল হওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু হল না, এমন কি ২৪/৩/'৭৪ তারিখে হাইকোর্ট জঘন্য আইনটি বাতিল ঘোষণা করলেও সেটাকে বহাল রেখে সংখ্যালঘুদের লক্ষ লক্ষ একর জমি হাতিয়ে নেওয়ার পথটি খোলা রেখে দেয়া হল। কাজেই স্বাধীনতা বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্য অর্থবহ হলেও সংখ্যালঘু মানুষের জন্য অর্থহীন। তারা আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদায়, সদা সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাস করছে। বক্তারা বলেন, সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করতে হলে প্রথমেই ১৯৭১ সালের সংবিধান পুনপ্রতিষ্ঠিত করে সংখ্যালঘুদেরকে তাঁদের সম-নাগরিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে; তার পর, একটি হেইট্ ক্রাইম ও স্পীচ্ বিল পাশ করে জাস্টিস শাহাবুদ্দিন কমিশন প্রদত্ত সংখ্যালঘু নির্যাতকদের তালিকা ধরে বিচার করে শাস্তি বিধান করতে হবে, শত্রু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিল এবং ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। অনেক বক্তা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, বর্তমান সরকার একদিকে নিজেকে সেকুলার ডেমক্র্যাসির ধারক বাহক বলে দাবি করছে আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মের বিকাশ ও বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যও করছে।

মানবাধিকার কর্মীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও কালীবিগ্রহ ভাংচুরের প্রতিবাদে মানব বন্ধন

৮ পৃষ্ঠার পর

নির্মল রোজারিও, এ্যাড. তাপস পাল, নির্মল চ্যাটার্জী, সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, অধ্যাপক হীরেন্দ্র বিশ্বাস, অসীম কুমার শিশির প্রমুখ।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহার পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের চরবানিরী গ্রামের পৈতৃক বাড়ি গত ২ মার্চ অগ্নিসংযোগে ধ্বংসের প্রতিবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। প্রিয়া সাহার ভাই জগদীশ বিশ্বাস একজন মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব।

বিবৃতিতে বলা হয়, বিগত নির্বাচনের পূর্বাপর দেশব্যাপী বিরাজিত সহনশীল অব্যাহত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিনষ্টের অভিপ্রায়ে ইতোমধ্যে সারা দেশে নতুন করে সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘর, উপাসনালয়ে হামলা শুরু হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মীরপুর কেন্দ্রীয় মন্দিরের কালীবিগ্রহ ভাংচুর করা হয়েছে। গত রাতে মানবাধিকার কর্মীর পৈতৃক বাড়ি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা বিদ্যমান পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলার যে পাঁয়তারা শুরু করেছে এ ব্যাপারে সরকারের জিরো টলারেন্সের অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন কামনা করছি। উল্লেখিত ঘটনাবলীর সাথে জড়িত দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারসহ তাদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান ঐক্য পরিষদ সাধারণ সম্পাদক।

নওগাঁয় আদিবাসীদের ৩৫ বাড়ি পুড়িয়ে দিল সন্ত্রাসীরা

৮ পৃষ্ঠার পর

আকাশ মারাত্মক আহত হয়। পরবর্তীতে গ্রামের পাশে বস্তাবর)বিজিবি ক্যাম্পের টহলদল আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

পরিষদ বার্তা মার্চ ২০১৯

পূজা উদযাপন পরিষদের ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ সব ধর্মের মানুষের ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্মেলন গত ১৫ মার্চ শুক্রবার শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী। সাংগঠনিক পর্ব পরিচালনা করেন সংগঠনের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সাগর হালদার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, এ দেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান সকলের সন্ত্রাসবাদ জঙ্গীবাদির নয়। সব ধর্মের মানুষ একত্র হয়ে যুদ্ধ করে এ দেশ স্বাধীন করেছে। তাই এ দেশ সব ধর্মের মানুষের দেশ।

সম্মেলনে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ তিনযুগ পূর্তি উপলক্ষে 'অধিকার' নামে বিশেষ সংকলন প্রকাশিত হয়। সংকলন 'অধিকার' এর মোড়ক উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি।

নওগাঁয় আদিবাসীদের ৩৫ বাড়ি পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল সন্ত্রাসীরা

।। নিজস্ব প্রতিনিধি ।।

নওগাঁয় ধামইরহাট উপজেলার অসহায় আদিবাসীদের ৩০ থেকে ৩৫টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ২৪ মার্চ, মধ্যরাতে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দিয়ে সবকিছু জ্বালিয়ে দেয়। বর্তমানে অসহায় আদিবাসী পরিবারের লোকজন খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছেন।

স্থানীয়রা জানান, সন্ত্রাসীরা নিজেদের ক্ষমতাসীন দলের সদস্য এবং স্থানীয় এমপি শহীদুজ্জামান সরকারের খাস লোক বলে দাবি করেছে। থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। জানা গেছে, উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বস্তাবর কাগজকুটা গ্রামের পুকুরপারে খাস জমিতে ৩৫টি ঘর নির্মাণ করে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন। তাদের সঙ্গে ভূমিহীন কিছু মুসলিম পরিবারও রয়েছে। তারা টিনের ছাউনি এবং বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘর নির্মাণ করে বসবাস করে আসছিল। ঘটনার দিন রাত ১টার দিকে ২০ থেকে ২৫ জনের একদল সন্ত্রাসী তাদের বাড়িঘরে হামলা চালায়।

তাদের হামলায় বাড়িঘর হারানো লগেন পাহান ও আফিজ উদ্দিন বলেন, রাতে মুখোশধারী লোকজন তাদের বাড়িঘরে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে তাদের ধান, চাল, কাপড়চোপড়, হাঁস-মুরগি, ছাগল, টাকা ও মোবাইল ফোন পুড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত মৃত মোজাফফর রহমানের বিধবা স্ত্রী মনোয়ারা বেগম এবং মৃত ঘুটু পাহানের স্ত্রী শান্তি পাহান বলেন, সন্ত্রাসীদের হাতে ধারালো বড় হাসুয়া, কুড়াল, তীর-ধনুক, লাঠি ও পেট্রোলের বোতল ছিল। সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়িভাবে তাদেরকে কোপায়। এতে শান্তি পাহানের হাত ভেঙ্গে যায় এবং তার ৫ বছরের ছেলে পৃষ্ঠা ৭

যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্য পরিষদের স্বাধীনতা দিবস পালন

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল

॥ নিউইয়র্ক প্রতিনিধি ॥

গত ২৪ মার্চ নিউইয়র্ক শহরের জ্যাকসন হাইট্‌সে, ডিভার্সিটি প্লাজা সংলগ্ন ইত্যাদি গার্ডেনের দোতলায় যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে। সংগঠনের অন্যতম সভাপতি নবেন্দু দত্তের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ দাসের পরিচালনায় স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের স্মরণে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। সভায় বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের অন্য দুই সভাপতি সভাপতি টমাস দুলু রায় ও রণবীর বড়ুয়া, অবিনাশ আচার্য, সুশীল সাহা, সাংবাদিক ও সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, শিতাংশু গুহ, রূপকুমার ভৌমিক, জুলিয়াস গোমেজ, সুশীল সিনহা, বিষ্ণু গোপ, প্রদীপ মালাকার, রিনা সাহা, সুকান্ত দাস টুটুল, প্রকাশ গুপ্ত, রিটন রায়, জ্যোতিষ কির্ত্তনীয়া ও ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্য। সভায় বক্তাগন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ননী পাল, সুদীপ্তা দাস, ডেনিয়েল গোমেজ, শিখা ঠাকুর, তপন সেন প্রমুখ। সভাকক্ষের দেওয়ালে ঐক্য পরিষদের ব্যানারের দু'পাশে বিস্তীর্ণ দেওয়াল জুড়ে টাঙানো ছিল দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অসংখ্য ছবি ও পোস্টার এবং সদ্য চলমান অত্যাচারের মুখে দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া সংখ্যালঘু মানুষের পরিসংখ্যান।

বক্তাদের সকলেই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও সকল মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্বক বক্তব্য শুরু করেন এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্করা মুক্তিযুদ্ধের পৃষ্ঠা ৭

মানবাধিকার কর্মীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও কালীবিগ্রহ ভাংচুরের প্রতিবাদে মানব বন্ধন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

মানবাধিকার নেত্রী প্রিয়া সাহার পিরোজপুরের মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের পশ্চিম বানিয়ারী গ্রামের পৈতৃক বাড়ি অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেয়ার এবং ঢাকার মিরপুরে কেন্দ্রীয় মন্দিরের কালীবিগ্রহ ভাংচুরের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদে গত ৫ মার্চ বিকেলে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ। প্রিয়া সাহা ঐক্য পরিষদের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক ও একটি বে-সরকারি সেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালক।

মানববন্ধনে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ অগ্নিসংযোগের ঘটনার সাথে ব্যাংকের ৩৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎকারী, স্থানীয় চিতলমারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোল্লা মুজিবুর রহমান সরাসরি জড়িত দাবি করে বলেন, বেশ কয়েক বছর যাবৎ কতিপয় সন্ত্রাসীকে সাথে নিয়ে স্থানীয় সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি বেদখল ও এলাকায় ভয়-ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে সংখ্যালঘু জনমনে ত্রাস সৃষ্টির অব্যাহত চেষ্টা করে আসছিল।

নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে এ ঘটনার সাথে জড়িত দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার ও বিচারে শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের' ঘোষণা স্মরণ করিয়ে দেন।

ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভার অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, বাসুদেব ধর, মিলন কান্তি দত্ত, জে এল ভৌমিক, জয়ন্তী রায়, পৃষ্ঠা ৭

মানবাধিকার কর্মী প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়ি দুর্বৃত্তদের হামলায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২